৬ মাসের সেমিস্টারে সময় লাগছে ৯ মাস

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

শিক্ষকের অভাব, ক্লাসরুমের সঙ্কট এবং সঠিক সময়ে পরীক্ষা না নেয়াসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অনিয়ম এবং অবহেলার ফলে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) এবং কমপিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। নির্ধারিত সময়ে ক্লাস, মিডটার্ম পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক কোর্স সম্পন্ন হলেও কর্তৃপক্ষের মনগড়া একত্রীকরণ নীতির ফলে পরীক্ষা নিতে পারছে না সংশ্লিষ্ট অনুষদ দুটির একাধিক ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। সূত্র জানায়, ২০০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কৃষি অনুষদের পঞ্চম ব্যাচ, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) এবং কমপিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি (সিএসই) অনুষদের প্রথম ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়। কিন্তু শুরুতে কৃষি অনুষদের ক্লাস চালু থাকলেও শিক্ষক সঙ্কটে বিবিএ এবং সিএসই অনুষদের ক্লাস কিছুদিন পরই বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ভর্তির পর ছয় মাস বসে থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের। এরপর ক্লাস শুরু হলেও প্রতি সেমিস্টারের জন্য নির্ধারিত ছয় মাসের পরিবর্তে আট-নয় মাসেও সেমিস্টার শেষ হচ্ছে না। বিবিএ ও সিএসই অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রায় প্রতি সেমিস্টারেই ক্লাস আগে শেষ হলেও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কারণে পরীক্ষা দিতে দেরি হচ্ছে। এমনকি ক্লাস শেষ করেও শুধু পরীক্ষা না নেয়ার কারণে প্রায় দুই মাস বসে থাকতে হয়েছে বিবিএ অনুষদের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কোর্স শেষ করার নির্ধারিত চার বছর শেষ হয়ে গেলেও বিবিএ ও সিএসই অনুষদের শিক্ষার্থীরা এখনো ষষ্ঠ সেমিস্টারে আছে। অন্যদিকে কৃষি অনুষদের পঞ্চম ব্যাচ কিছুটা এগিয়ে সপ্তম সেমিস্টারে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখা তাদের সুবিধার্থে সব অনুষদের সব সেমিস্টারের পরীক্ষা কার্যক্রম একই সঙ্গে শুরু করে। কিন্তু কৃষি অনুষদের কোর্স ক্রেডিটের পরিমাণ বেশি হওয়ায় তাদের ক্লাস শেষ হতে বেশি সময় দরকার হয়। এ সময় অন্য দুই অনুষদকে বসে থাকতে হয়। ফলে ওই অনুষদদ্বয়ের শিক্ষার্থীদের সামনে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মাজাহারুল ইসলাম ও আছমা আক্তার জানান, প্রথম সেমিস্টার থেকে পঞ্চম সেমিস্টার পর্যন্ত প্রতি সেমিস্টারে ক্লাস শেষ করলেও তাদের পরীক্ষা নিতে দেরি করছে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখা।

কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পূর্ণেন্দু বিশ্বাস বলেন, শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের কারণে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সময়সূচি অনুযায়ী আমরা নির্ধারিত পরীক্ষা নিতে পারছি না। ফলে কয়েকটি বিভাগে সেশনজট শুরু হয়েছে। তবে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় আমাদের সেশনজটের হার কম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. সুলতান আহম্মেদ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অনুষদের সব ব্যাচের পরীক্ষা একত্রে গ্রহণ করলে কাজের সুবিধা হয়। তবে এ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতায় এর প্রতিফলন ঘটেনি। তাছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি বিভাগের প্রত্যেকটি ব্যাচ আলাদাভাবে পরীক্ষা নিচ্ছে। আমরাও এখন আলাদাভাবে পরীক্ষা গ্রহণের পরিকল্পনা করছি।

প্রথম আলো

09 APR 2008